বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা

প্রধান অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জসমূহঃ একটি প্রাক বাজেট পর্যালোচনা

এপ্রিল, ২০১৬

রাজস্ব আদায়ঃ লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত	সরকারি ব্যয়ঃ লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত
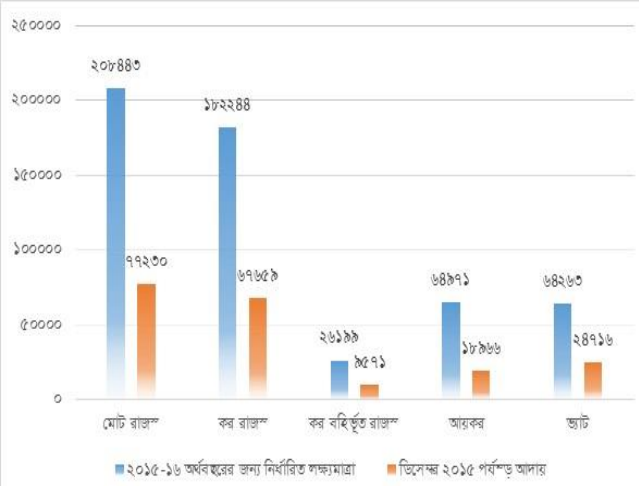	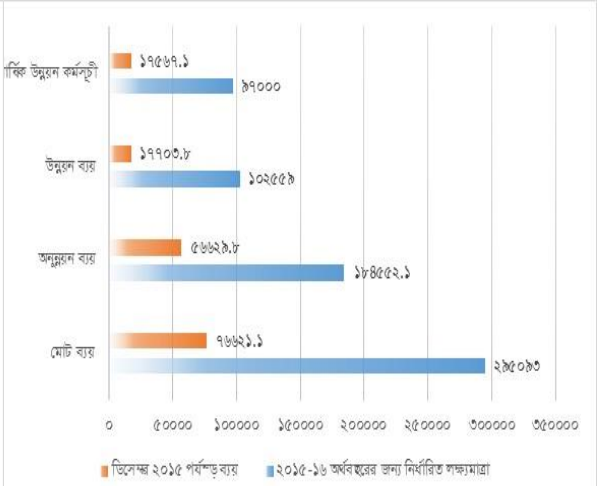

উৎসঃ উন্নয়ন অন্বেষণ, *প্রধান অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জসমূহঃ একটি প্রাক বাজেট পর্যালোচনা,* বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৪, এপ্রিল ২০১৬

স্বাধীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'উন্নয়ন অন্বেষণ'এর মাসিক 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা' ২০১৬ এর এপ্রিল সংখ্যায় প্রাক-বাজেট বিশেণ্ডষণে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেট বাস্ড়বায়নের অসন্ড়োজনক চিত্র তুলে ধরে সতর্ক করা হয়েছে যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নে ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিমালা গ্রহণে সরকারকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হতে হবে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান আয়তন অনুযায়ী জাতীয় বাজেটসমূহের আকার আরও বড় হওয়ার কথা থাকলেও বাজেট বাস্ড়বায়নে দক্ষতা ও সক্ষমতার অভাবে আগামী অর্থবছরগুলোতে বাজেটের আকার তুলনামূলকভাবে ছোট থাকবে যা দেশের উৎপাদনমুখী খাতসমুহে বিনিয়োগের অপর্যাপ্ততা সৃষ্টি করতে পারে বলে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' মন্ড়ব্য করে।

ভৌত ও সামাজিক খাতে বাজেট বাস্ড়বায়নের অসন্ড়োষজনক পরিস্থিতি এবং যুব বেকারত্বের উচ্চ হারকে বিবেচনায় নিয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি ভৌত ও সামাজিক খাতে বরাদ্দ বাস্ড়বায়নে দক্ষতা নিশ্চিত করতঃ অর্থনীতিতে যুব কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর গুর"ত্ব আরোপ করে।

গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি প্রকাশ করে যে বর্তমান অর্থবছরের প্রথমার্ধে মোট অনুন্নয়ন বাজেটের মাত্র ৩০.৭ শতাংশ বাস্ড়বায়িত হয়েছে। অন্যদিকে, অর্থবছরের প্রথম নয় মাস অর্থাৎ জুলাই'১৫ থেকে মার্চ'১৬ পর্যন্ড় সময়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর (এডিপি) মাত্র ৪১ শতাংশ বাস্ড়বায়িত হয়েছে। এডিপি বাস্ড়বায়নের অসন্ড়োষজনক প্রবনতা বিবেচনায় নিয়ে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ সাম্প্রতিক সময়ে এডিপি বাস্ড়বায়নের লক্ষ্যমাত্রা ৯৭০০০ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে ৯১০০০ কোটি টাকায় নির্ধারণ করে, যদিও সংশোধিত এডিপির সম্পূর্ণ বাস্ড়বায়নের সক্ষমতা নিয়েও সংশয় রয়েছে।

লক্ষমাত্রার বিপরীতে কর রাজস্ব আদায়ের পরিস্থিতি বিশেণ্ডষণ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেখায় যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারী সময়ে মোট অর্থবছরের কর রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ১৮২২৪৪ কোটি টাকার বিপরীতে মাত্র ৫২.১ শতাংশ বা ৯৪৯৬০.২৯ কোটি টাকা আদায় হয়।

আগামী অরথবছর অর্থাৎ ২০১৬-১৭ সালের বাজেট প্রণয়নের পূর্বে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সূচক - রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি, সরকারি ব্যয়, বাজেট ভারসাম্য, বৈদেশিক অনুদান, রেমিট্যান্স, শিল্পঋণ, ও মূল্যস্ফীতি - এর প্রবণতা আমলে নিয়ে রাজস্বনীতি নির্ধারণের উপর বিশেষ গুরুত্ত আরোপ করে।

বর্তমান অর্থনীতি ও উন্নয়নের গতি প্রকৃতি এবং সাম্প্রতিক সময়ে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির প্রবণতা বিবেচনায় নিয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি সরকার প্রাক্কলিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.০৫ শতাংশ অর্জন না ও হতে পারে বলে মন্ড়ব্য করে।

রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রকৃত আদায় কম হবে মন্তব্য করে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' দেখায় যে, মোট লক্ষ্যমাত্রা ২০৮৪৪৩ কোটি টাকার বিপরীতে বর্তমান অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে রাজস্ব আদায়ের প্রকৃত পরিমান ৭৭২৩০ কোটি টাকা হয়েছে যা মোট লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৩৭.০৫ শতাংশ।

সরকারি ব্যয় বাস্তবায়নের অসন্তোষজনক প্রবণতার দিকে নির্দেশ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি প্রকাশ করে যে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মোট লক্ষ্যমাত্রা ১৮৪৫৫২.১ কোটি ও ১০২৫৫৯ কোটি টাকার বিপরীতে অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে অনুন্নয়ন ব্যয় ও উন্নয়ন ব্যয়ের প্রকৃত বাস্তবায়ন যথাক্রমে ৫৬৬২৯.৮ কোটি ও ১৭৭০৩.৮ কোটি টাকা হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার যথাক্রমে মাত্র ৩০.৭ ও ১৭.৩ শতাংশ।

বর্তমান অর্থবছরের বাজেট অনুযায়ী সরকারি ব্যয় বাস্ড়বায়নে অদক্ষতার ফলে অর্থবছরের প্রথমার্ধে বাজেট ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয় যা বিগত অরথবছরগুলোর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। বর্তমান অর্থবছরের ৮০৮৫৭ কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে প্রকৃত বাজেট ভারসাম্যে ৮৩২.৮ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হয়।

বিগত অর্থবছরের তুলনায় বৈদেশিক অনুদানের হ্রাসমান প্রবনতা লক্ষ্য করে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' দেখায় যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মোট লক্ষ্যমাত্রা ৫৮০০ কোটি টাকার বিপরীতে অর্থবছরের প্রথমার্ধে বৈদেশিক অনুদানের পরিমান ২২৩.৫ কোটি টাকা হয় যেখানে গত অর্থবছরের একই সময়ে বৈদেশিক অনুদানের পরিমান ৩৯২.৫ কোটি টাকা ছিল।

গত অর্থবছরের তুলনায় বর্তমান অর্থবছরে শিল্পঋণ বিতরণে হ্রাসমান প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় যা দেশে শিল্পোন্নয়নের গতি মন্থর করে দিতে পারে বলে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি আশংকা প্রকাশ করে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়ে শিল্পঋণ বিতরণের পরিমান ২০১৪-১৫ অর্থবছরের একই সময়ের ১৮৬৪৪.১৩ কোটি টাকা থেকে ৪.৪৩ শতাংশ কমে গিয়ে ১৭৮১৮.৭৮ কোটি টাকা হয়।

রেমিট্যান্স প্রবাহে হ্রাসমান প্রবণতার দিকে নির্দেশ করে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' প্রকাশ করে যে গত অর্থবছর অর্থাৎ ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ের তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরের একই সময়ে রেমিট্যান্স প্রবাহ ১.৭৬ শতাংশ কমে গিয়ে ১১.০৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উপনীত হয়। বার্ষিক ভিত্তিতেও রেমিট্যান্স প্রবাহে হ্রাসমান প্রবণতা লক্ষ্য করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেখায় যে মার্চ ২০১৫ এর তুলনায় মার্চ ২০১৬-এ রেমিট্যান্স প্রবাহ ৩.৯৪ শতাংশ কমে গিয়ে ১.২৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়।

মূল্যস্ফীতির বর্তমান প্রবণতা বিশেণ্ডষণ করে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' দেখায় যে যদিও বার্ষিক গড়ের ভিত্তিতে ফেব্রুয়ারী ২০১৬ এর ৬.১৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে মূল্যস্ফীতি মার্চ ২০১৬-এ ৬.১০ শতাংশ হয়, পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে একই সময়ে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ এর ৫.৬২ শতাংশ থেকে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০১৬-এ ৫.৬৫ শতাংশ হয় যার প্রধান কারণ হিসেবে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি এই সময়ে খাদ্য মূল্যস্ফীতির ৩.৭৭ শতাংশ থেকে ৩.৮৯ শতাংশে উন্নীত হওয়াকে উলেণ্ডখ করে।

রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় বিচক্ষণতার উপর গুরুত্ত আরোপ করে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' মন্ড়ব্য করে যে আগামী অর্থবছর অর্থাৎ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট প্রনয়নে প্রস্ড়াবিত কার্যক্রম এবং বরাদ্দসমুহ সরকারের ব্যয় বাস্ড়বায়ন ও কর ব্যবস্থা পুনর্গঠনের মাদ্ধমে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির সক্ষমতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া আবশ্যক।